Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১০ মে , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৯ মে,২০১৬, সোমবার, ২৬ বৈশাখ,১৪২৩

ভোটাধিকার রক্ষায় শহিদ পরিবারের জন্য অর্থসংগ্রহ অভিযান চলছে জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ মে : ২১ মে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের ছাপ্পা ভোট রুখতে গিয়ে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের আক্রমণে শহিদ হন খণ্ডঘোষ থানার লোধনা গ্রামের সেখ ফজল হক ও দুখীরাম ডাল। লোধনা গ্রামে গিয়ে দুই শহিদ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন সি পি আই(এম) নেতা অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই দুই শহিদ পরিবারের সাহায্যার্থে গণ-অর্থ সংগ্রহের আহ্বান জানালো সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটি। ৭-১১ মে জেলা জুড়ে অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। সমগ্র জেলা জুড়েই চলছে অর্থ সংগ্রহ অভিযান।

৭ মে সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহের জন্য পথে নামেন সি পি আই(এম) কর্মীরা। সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ীদের কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে পৌঁছান। মিছিল কার্জনগেট থেকে শুরু হয়ে বি সি রোড ধরে শহর পরিক্রমা করে। সর্বস্তরের মানুষ এই গণসংগ্রহে সামর্থ্য মতো দান করেন। অর্থ সংগ্রহ অভিযানে ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা আইনুল হক, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, গৌরী ব্যানার্জী সহ শহরের নেতৃবৃন্দ।

কালনাতেও দুই শহিদ পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়ালো গোটা একটা শ্রমজীবী পাড়া। এই পাড়ার একজন সদস্যও এদিন মুখ ফিরিয়ে থাকলেন না। প্রত্যেকেই তাঁরা সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। শহিদ পরিবারগুলিকে সাহায্যের লক্ষ্যে কালনা শহরে আদায়ে বেড়িয়েছিলেন বাম কর্মীরা। আদায়ের প্রথম দিনই বেছে নেওয়া হয়েছিল কালনা স্টেশন সংলগ্ন মহুলী পাড়ার মতো একটি শ্রমজীবী মহল্লাকে। শ্রমজীবী মানুষরা এদিন প্রত্যেকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করেন। এদিন সাহায্য সংগ্রাহক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাবু মুখার্জী, নীরব খাঁ, মানিক মজুমদার, গোবিন্দ দাস প্রমুখ।

গলসি, বুদবুদ এলাকার ১৮০টি গ্রামেই শহিদ পরিবারের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ অভিযান হয়েছে। অর্থ সংগ্রহ অভিযান হয়েছে রায়না, খণ্ডঘোষ, মেমারি, জামালপুর সহ জেলার শিল্পাঞ্চলেও।

এসো হে বৈশাখ ...

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মে : পালিত হল ১৫৬তম রবীন্দ্রজয়ন্তী। শহর থেকে গ্রাম, পল্লী থেকে আবাসন রাবীন্দ্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ। গানে, কবিতায়, গীতিআলেখ্যে, প্রভাতফেরি, নৃত্যে পালিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে এদিন সকালে রাজবাটি উত্তরফটকে কবির মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। বর্ধমান রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রা, কবি মূর্তিতে মাল্যদান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ আয়োজন করেছিল কবি প্রণাম বর্ধমান টাউন হলে। 'আয়না' ও 'মোহিনী নৃত্য কলা মন্দির'-এর উদ্যোগে সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বর্ধমান টাউন হলে।

'ছন্দম' নৃত্যালয় ও 'শিবম' নৃত্য সংস্থা আয়োজন করেছিল প্রভাতফেরি । 'ছন্দম'-এর উদ্যোগে অলকানন্দ কক্ষ থেকে কার্জন গেটে ও রাধানগর ষষ্ঠীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে এসে প্রভাতফেরি শেষ হয়। উদ্বোধন করেন অধ্যাপক আবুল হাসান। উপস্থিত ছিলেন স্বপন রায়, ছন্দম নৃত্যালয়ের অধ্যক্ষ মেহবুব হাসান প্রমুখ।

এদিন সকালে উত্তরফটকে রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বর্ধমান শহর কমিটির সহ সভাপতি সুকৃতি ঘোষাল, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে অরুণ মজুমদার, আবুল হাসান, শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোঙার, সলিল ভট্টাচার্য সহ বহু বিশিষ্টজনেরা।

বর্ধমান সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে ও বর্ধমান পুরসভা ও 'সংবাদ প্রভাতী'র সহযোগিতায় বর্ধমান টাউন হলে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে অংশ নেন বর্ধমানের বিশিষ্ট শিল্পী ও গুণিজনেরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, তপনকান্তি ঘোষ, স্বাতী তেওয়ারি, মনিকা ঠাকুর প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন ললিত কোঙার, জয়ন্ত ঘোষ, দেবেশ ঠাকুর প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন অংশুমান কর, মৌসুমী মুখোপাধ্যায়, তৃষা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন বর্ধমান শহরের বিভিন্ন সঙ্গীত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা।

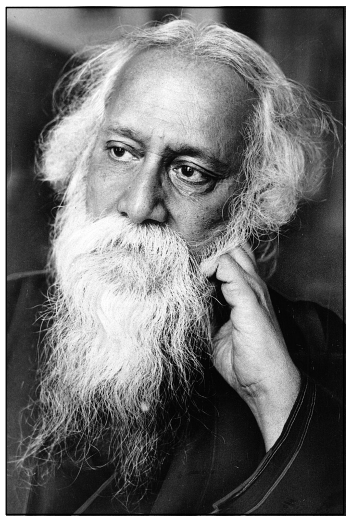

এদিন সন্ধ্যায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে 'মোহিনী নৃত্যকলা' মন্দির ও 'আয়না'-র নিবেদন 'প্রাণের রবি ঠাকুর'। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মনিকা ঠাকুর ও সুকন্যা আদিত্য। গীতি আলেখ্য ও নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়।

বর্ধমান জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রবীন্দ্র ভবনে রবীন্দ্র মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়েছে। ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটির বর্ধমান শাখার উদ্যোগেও এদিনটি পালিত হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়। এছাড়াও জেলার সর্বত্রই এদিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাব, সমাজসেবী সংগঠন, স্কুল, কলেজে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়েছে। এস.এফ.আই বুদবুদ-গলসি লোকাল কমিটির উদ্যোগে কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে যৌথভাবে কবিকে স্মরণ করা হয় নানান অনুষ্ঠানে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেছেন বর্ধমান টাউন হলে ৯ মে। অনুষ্ঠানে বর্ধমানের বিশিষ্ট শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা অংশ নেবেন।

অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন 'ছন্দম'-এর শিশুশিল্পীরা

অতুলপ্রসাদ নামাঙ্কিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ মে : 'বর্ধমান আলাপ' সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে অতুল প্রসাদের গান, জীবন আলেখ্য, ছবি, অভিনয় সব মিলিয়ে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন বিমলানন্দ রায়। পরিচালনায় ছিলেন সংস্থার কর্ণধার মানব বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি সমবেত দর্শকরা দারুনভাবে উপভোগ করেছেন।

'দুনিয়াটাকে বদলানো দরকার'

সমাজ বদলের সংগ্রামের উদগাতা কার্ল মার্কসের জন্মদিন পালন জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ মে : দার্শনিকরা পৃথিবীকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। জরুরি হলো এর পরিবর্তনের। শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়ন থেকে মানবজাতির মুক্তির উদগাতা কার্ল মার্কস। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫ মে, ১৮১৮ জার্মানির ত্রিয়ের শহরে। সারা দুনিয়ার শ্রমিজীবী ও মুক্তিকামী মানুষ দুনিয়া বদলানোর সূত্রে উদগাতাকে স্মরণ করেন। এ বছর ছিল তাঁর ১৯৯তম জন্মদিবস। আমাদের দেশেও শুধু শ্রমিক শ্রেণি বা শ্রমজীবী মানুষই নন, বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদরা স্মরণ করেন তাঁকে, তাঁর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর জন্মদিবস পালিত হয়। বর্ধমানে বিভিন্ন এলাকাতেই তাঁর জন্মদিন নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে।

১৮৩৪ সালে এক মাত্র ১৭ বছরের যুবক তাঁর পরীক্ষার খাতায় জীবনের লক্ষ্য কী, এই রচনা লিখতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে তিনি এমন পেশা গ্রহণ করতে চান যা দিয়ে নিজের নয় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-এর সঙ্গে তিনি নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারেন। তাই তাঁর মাত্র ৩০ বৎসর বয়সের সময় তখনকার বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে এ যুগের প্রমিথিউস আখ্যা দিয়েছিলেন। আসানসোলের রবীন্দ্রভবন মঞ্চে কার্ল মার্কসের জন্মদিনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আসানসোল জোনাল কমিটি

আয়োজিত আলোচনাসভায় কথাগুলি বলেন, সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। এদিনকার সভায় প্রচণ্ড দুর্বিপাকের মধ্যেও ভিড় সভাগৃহ উপচে পড়েছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য তাপস রায়। উপস্থিত ছিলেন পার্থ মুখার্জী, মনোজ দাস, শ্যামল মুখার্জী, ওয়াসিমুল হক সহ সমস্ত জোনাল নেতৃত্ব। অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন-এর পতনের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি যখন নিজেদের দলের নাম ও আদর্শ পাল্টাতে ব্যস্ত, আমরা গর্বিত যে সেই কঠিন সময়ে আমাদের পার্টির নেতৃত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মহাসম্মেলন কলকাতায় আয়োজিত হয়েছিল। তিনি বলেন, ১৮৪৮ সালে দাঁড়িয়েই তিনি ভবিষ্যতের বাজার অর্থনীতির কথা বলেছিলেন। সেই জন্যেই আজও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পার্থ মুখার্জী ও জোনাল সম্পাদক মনোজ দাস।

সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির উদ্যোগে রানিগঞ্জ গির্জাপাড়ার শহিদ স্মৃতি ভবনের সভাকক্ষে কার্ল মার্কসের ১৯৯তম জন্মদিবসকে সামনে রেখে 'বর্তমান সময়ে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিককতা' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়! আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক গবেষক অধ্যাপক সুস্নাত দাস। সভাপতিত্ব করেন অনুপ মিত্র। উপস্থিত ছিলেন রুনু দত্ত প্রমুখ। অধ্যাপক সুস্নাত দাস আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কার্ল মার্কস বিশ্বে প্রথম দেখিয়েছিলেন উদ্বৃত্ত মুনাফা কীভাবে মালিক শ্রেণির পকেটে যায়। তিনিই শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কথা বলেছিলেন। অতীত দিনে যেভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতো, সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু দার্শনিকদের প্রাণ দিতে হয়েছিল, ঠিক একইরকমভাবে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। তাই তো হায়দ্রাবাদ, দিল্লি জে.এন.ইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত চিন্তাধারার ছাত্রদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। মার্কসবাদকে ভিত্তি করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

—এরপর চারের পাতায়

আসানসোল রবীন্দ্রভবনে বক্তব্য রাখছেন অচিন্ত্য মল্লিক।

রানিগঞ্জ শহিদ স্মৃতি ভবনে আলোচনা করছেন অধ্যাপক সুস্নাত দাস।

নতুন চিঠি

৯ মে, ২০১৬

পশ্চিমবঙ্গে নেচে উঠেছে বিজেপি

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলি শাসনের ভয়াবহ পরিস্থিতির সুযোগ এবার বিজেপিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। হিংস্র আক্রমণের পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদে মগজ ধোলাই-এর জন্য তারা শিক্ষাঙ্গনকেই প্রাথমিক টার্গেট হিসাবে বেছে নিয়েছে। তাদের এই প্রচারে কেউ বিন্দুমাত্র আপত্তি জানালেই দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যেন বিজেপি মানেই দেশ, আর তার বিরোধীতা মানেই দেশদ্রোহ। কিছুদিন আগেই আমরা দেখেছি দিল্লির জে.এন.ইউ-তে কীভাবে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে ছাত্র কানহাইয়ার উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কানহাইয়া অবশ্য অন্যদের সঙ্গে নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে সারা ভারতের নজর কেড়েছে। এবার তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন-পরবর্তী টালমাটাল অবস্থার সুযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এক উৎকর্ষ কেন্দ্রকে তারা দখলে নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অনুমতি ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে হিন্দুত্ববাদী চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেছেন বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানালে তারা তাদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে পাল্টা আঘাতের পথে গিয়েই মিছিল মিটিং শুরু করেছে। বিদ্যার্থী পরিষদের নামে সংঘবদ্ধ হলেও বহিরাগতরা, এমনকী সদ্য বিজেপিতে আসা অভিনেত্রী রূপা গাঙ্গুলীও, অসীম ঔদ্ধত্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গিয়ে দাপাদাপি করেছেন।

একেই পশ্চিমবঙ্গ ভয়াবহ তৃণমূল শাসন থেকে মুক্তি চাইছে। তৃণমূল নেত্রী অশুভ সম্ভাবনার আতঙ্কে মুখ লুকিয়ে আছেন। এই থমথমে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তিনিও তাদের পাশে সরব হয়ে উঠেছেন। বামগণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করে তারা হিংস্র হয়ে উঠতে চাইছে। কেন্দ্রের মোদী সরকারের জোরে তারা পশ্চিমবঙ্গেও নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে চাইছে। বিজেপি ও তৃণমূল পরস্পরের হাত ধরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে চাইছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সচেতন মানুষ এই দুরভিসন্ধিকে পরাস্ত করবেই। কেননা তারা মনে করে হিন্দুত্ববাদ হিন্দুপ্রেম, বহু ধর্মের মানুষের পীঠস্থান ভারতবর্ষ, হিন্দুত্ববাদকেই দেশপ্রেম এবং তার বিরোধিতাই দেশদ্রোহিতা—এমন ফ্যাসিবাদী সরলীকরণ মানে না, মানবে না।

রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষা আন্দোলনে প্রথম শহিদ স্বপন মালিকের মা বাসনা মালিকের হাতে লক্ষাধিক টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক তুষার ঘোষ, সঙ্গে রয়েছেন সংগঠনের জেলা সভাপতি বীরেশ মণ্ডল, জেলা সম্পাদক গণেশ চৌধুরী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা উদয় সরকার, শহিদের স্ত্রী মালতি মালিক ও পরিজনরা। এদিন উচিতপুরে তাঁর স্মরণসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সি পি আই(এম) রায়না জোনাল কমিটির সম্পাদক মির্জা আক্তার আলি। বক্তব্য রাখেন তুষার ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ‘মে দিবস’ কোথায় কবে প্রথম সংগঠিত ভাবে পালন করা হয়? সেদিন কী বার ছিল? এই দিবস পালনের জন্য কোন সংগঠন ডাক দিয়েছিল?
২. ১৮৮৬ সালের ৩ মে পুলিশের গুলিতে ক’জন শ্রমিক মারা যান? এই শ্রমিকরা কোন কারখানায় কাজ করতেন?
৩. ১৮৮৬ সালের ৪ মে কোন সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে একজন সার্জেন্ট নিহত হন? তখন পুলিশ গুলি চালালে কতজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছিল? এই গুলি চালানোর নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন?
৪. ১৮৮৬ সালের ৪ মে’র ঘটনার জন্য কতজন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়? তাঁরা কে কে ছিলেন?
৫. উক্ত ৮ জন শ্রমিক নেতার ফাঁসির হুকুম কবে হয়েছিল?
৬. ব্যক্তিগত আবেদনের ভিত্তিতে কার কার যাবজ্জীবন জেল এবং ১৫ বছরের জেল হয়?
৭. ৫ জন শ্রমিক নেতা ব্যক্তিগত আবেদন না করায় কবে তাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়?
৮. ফাঁসির আগের দিন কোন শ্রমিক নেতা জেলখানার মধ্যে আত্মহত্যা করেন?
৯. ৪ জন শ্রমিক নেতার মধ্যে কার জন্মদিনেই ফাঁসি হয়েছিল?
১০. কবে থেকে সারা পৃথিবীতে মে দিবস পালনের জন্য আহ্বান জানানো হয়?
১১. আন্তর্জাতিক মে দিবসের মূল দাবি (শ্লোগান) কী কী ছিল?
১২. ভারতে প্রথম কবে কোথায় মে দিবস পালন করা হয়? কে এই মে দিবসের পতাকা তোলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

কার্ল মার্কসের জীবন ও কৃতি : একটি কালপঞ্জী

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

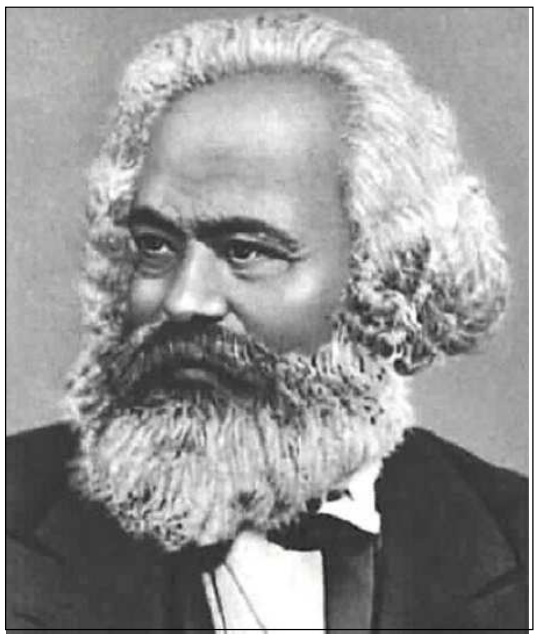

১৮১৮ : ৫ মে মার্কসের জন্ম জার্মানির ত্রিয়ের শহরে।

১৮৪১ : বিদ্যালয়শিক্ষা সেরে, বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে, জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি সম্পন্ন করলেন।

Reflections of a Youth upon Choosing a Profession —বিদ্যালয়-শিক্ষা শেষের এই রচনায় মার্কস মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ ঘোষণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউ হেগেলিয়ানদের প্রভাব। কিন্তু পি এইচ ডি গবেষণাপত্রে ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস-এর বস্তুবাদী দর্শনের সমর্থন করেন। আধা-সামন্ততান্ত্রিক জার্মানিতে তখন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিণতির দিকে এগোচ্ছে।

১৮৪২ : মার্কস Rheinische Zeitung পত্রিকায় যোগ দেন এবং তার সম্পাদক হন। পত্রিকা অফিসেই এঙ্গেলস-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। পত্রিকার উপর সরকারি কোপ পড়ে। প্রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রগতিশীল সমালোচনার সুযোগ নেই এই বিশ্বাস থেকে অধ্যাপনার পেশা না নিয়ে সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করেন। ‘যা-কিছু চলছে’ তার নির্মম সমালোচনাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। জার্মানির শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ফ্রান্সে লিয়ন তাঁতিদের বিদ্রোহ (১৮৩১ ও ৩৪), এবং ব্রিটেনে ১৮৩০-এর শ্রমিক আন্দোলন ও ১৮৪২-এর চার্টিস্ট আন্দোলন তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। পত্রিকায় পর পর অনেকগুলি নিবন্ধে শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থের সপক্ষে বলেন। বস্তুবাদী ও কমিউনিস্ট ভাবধারায় উত্তরণের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়।

১৮৪৩ : Rheinische Zeitung পত্রিকার উপর সরকারি কোপ। অংশীদাররা নরমপন্থা নেবার জন্য চাপ দিলে মার্কস পদত্যাগ করেন।

Critique of the Hegelian Philosophy of Right—এই অতি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটিতে ও সমকালীন পত্রাবলীতে মার্কস সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, গুণগতভাবে আলাদা এক বস্তুবাদের জন্ম দেন এবং বস্তুবাদকে সমাজ-বিশ্লেষণে প্রসারিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান না করে তার ‘যুক্তিসিদ্ধ সারবস্তু’কে ভাববাদ থেকে মুক্ত করে বস্তুবাদের সঙ্গে সমন্বিত করতে প্রয়াসী হলেন। এক নতুন বিশ্ববীক্ষার উন্মেষ ঘটলো। জেনি ওয়েস্টফ্যালেনকে বিয়ে করেন। জার্মানি ছেড়ে প্যারিসে চলে আসেন।

১৮৪৪ : ফরাসি শ্রমিকদের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতি। জার্মান শ্রমিকদের গুপ্তসমিতি League of the Just ও ফরাসি গুপ্তসমিতিগুলির সঙ্গে মার্কস সংযোগ করেন, যদিও কোনওটিরই সদস্য তিনি হননি।

Economic and Philosophical Manuscripts-এ পুঁজিবাদী শোষণের কতকগুলি দিক মার্কস উন্মোচন করেন—যেমন শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা। এই পর্যায়ে ভাববাদ থেকে বস্তুবাদ, বিপ্লবী গণতান্ত্রিকতা থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্নল্ড রুজ-এর সঙ্গে Deutsch-Franzosische Jahrbucher পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হন।

Jewish Question-এ জাতীয় প্রশ্নে হেগেলপন্থী ব্রুনো বাওয়ারের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেন। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংযোগ যে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি উভয়কেই কলুষিত করে তা তুলে ধরেন। বুর্জোয়া বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও আভাসিত হয়।

Critique of the Hegelian Philosophy of Right নামক একটি অসাধারণ নিবন্ধে ধর্মের সমালোচনাকে যে-বাস্তবতা ধর্মের জন্ম দেয় তার বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেবার কথা বলেন। তাঁর ভাষায়, সমালোচনার অস্ত্র অবশ্য অস্ত্রের সমালোচনার পরিবর্ত নয়, বস্তুগত শক্তিকে বস্তুগত শক্তি দিয়েই প্রতিহত করতে হবে, কিন্তু তত্ত্বও যখন গণচেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তখন তা বস্তুগত শক্তিতে পরিণত হয়। সেই তত্ত্বই গণচেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে যদি তা তাদের মৌলিক স্বার্থকে প্রতিফলিত করে। অবস্থানগত কারণে একমাত্র সর্বহারারাই পারে বিপ্লবী তত্ত্বের বাহক হতে। দর্শন যেমন সর্বহারার মধ্যে খুঁজে পায় তার বস্তুগত অস্ত্র, তেমনি দর্শনের মধ্যেই সর্বহারা খুঁজে পায় তার চৈতন্যের অস্ত্র। এইভাবে মার্কস সর্বহারার ঐতিহাসিক ভূমিকার সূত্রায়ন করলেন। তাঁর মানবসেবার প্রাথমিক আদর্শ উত্তীর্ণ হল শ্রমিক শ্রেণির শোষণমুক্তির আদর্শে।

এঙ্গেলসও এই বছর প্যারিসে চলে আসেন এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক যুগ্ম প্রয়াস শুরু হয়।

তাঁদের যুগ্ম রচনা The Holy Family-তে নবীন হেগেলপন্থী ব্রুনো বাওয়ার ও তাঁর সহচিন্তকদের ভাববাদী দর্শনের বিধ্বংসী সমালোচনা করা হয়। তাঁরা বললেন, বীরেরা নয়, জনগণই ইতিহাস রচনা করে। শ্রমিক শ্রেণিই সেই সামাজিক শক্তি যা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। কল্পবাদী সমাজতন্ত্রের বদলে বস্তুবাদী দর্শনের রূপরেখা নির্ণয়ের মাধ্যমে তাঁরা বৈজ্ঞানিক-সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন। সাইলেসিয়ান তাঁতিদের বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন এবং তাঁর লেখায় কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাশিয়া-বিরোধী মনোভাব প্রকাশের জন্য প্রাশিয়ান সরকারের চাপে ফ্রান্স সরকার মার্কস ও পত্রিকার কয়েকজন কর্মীকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয়।

১৮৪৫ : জার্মান নাগরিকত্ব খারিজ করে মার্কস বেলজিয়ামের ব্রুসেলসে চলে আসেন।

Theses on Feuerbach-এ তিনি এক বৈপ্লবিক উক্তিতে বলেন, দর্শনের কাজ পৃথিবীকে শুধু ব্যাখ্যা করা নয়, তাকে পরিবর্তন করা।

১৮৪৬ : German Ideology —যুগ্মভাবে রচিত এই গ্রন্থে মার্কস ও এঙ্গেলস হেগেলের ভাববাদী দর্শন ও নব্য হেগেলপন্থীদের মন্ময় ভাববাদ এবং অন্যদিকে ফায়েরবাখীয় যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিশদ সমালোচনার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক ধারণাগুলির সূত্রায়ন করেন। বস্তুগত উৎপাদনের মৌলিক ভূমিকা, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, অনিবার্য প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ, শ্রেণি-সংগ্রামের গুরুত্ব ও সর্বহারার বিপ্লবী ক্ষমতাদখলের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ভাবী সাম্যবাদের রূপরেখা—এককথায় মার্কসবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা নির্মাণ করেন। Communist Correspondence Committee স্থাপন করে তাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রমিকশ্রেণির চেতনাগত করার জন্য বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রী ও প্রাগ্রসর শ্রমিকদের এক মঞ্চে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। ভাইটলিং-এর স্থূল সাম্যবাদ, ট্রু সোস্যালিজম-এর নামে শ্রেণিবিরোধকে মসৃণ করার জন্য দরদ ও সৌভ্রাত্র্যের দর্শন, পুঁজিবাদকে সংশোধন করার প্রুধঁবাদী দর্শন ও অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া মতবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করেন। প্রুধঁ-র Philosophy of Poverty-র জবাবে Poverty of Philosophy রচনা করেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেন। রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে দেখান শোষণ, দারিদ্র ও সংকট পুঁজিবাদেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার অবসানের মাধ্যমেই একমাত্র তার অবসান সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়। পুঁজিবাদ ধ্বংসের জন্য শ্রমিকশ্রেণির রণকৌশলেরও সূত্রায়ন করা হয়।

ইতোমধ্যে League of the just জার্মান ছাড়াও অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের সংযুক্ত করেছে। তাকে পুনঃসংগঠিত করার জন্য সংগঠনের নেতৃত্ব মার্কস ও এঙ্গেলসকে আহ্বান জানায়। তাঁরা সম্মত হন। ১৮৪৭-এর জুনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে সংগঠনের মামকরণ হয় Communist League। সংগঠনের আদর্শবাক্য All men are brothers বদলে করা হয় Workers of all countries unite—শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিকতার শ্লোগান হিসাবে যা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নিয়মকানুন রচনা করেন এঙ্গেলস। প্রথম অনুচ্ছেদেই লক্ষ্য নির্দেশ করে বলা হয়, বুর্জোয়া শাসন উৎখাত করে সর্বহারার শাসন প্রতিষ্ঠা, শ্রেণিবৈরিতার উপর ভিত্তিশীল বুর্জোয়া সমাজের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণিহীন ও ব্যক্তিগত মালিকানাহীন এক নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য Democratic Association স্থাপন করা হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করতেন সর্বহারার কর্তব্য সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা। তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত Deutsche Brusseler Zeitung পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কয়েকটি নিবন্ধে তাঁরা জার্মানিতে আসন্ন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন যে এই বিপ্লবই চূড়ান্ত নয়, সর্বহারা বিপ্লবে পৌঁছোবার একটি ধাপ মাত্র। এই বক্তব্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্বের বীজ নিহিত।

১৮৪৮ : আবার প্যারিস। বেলজিয়াম সরকার মার্কসকে গ্রেপ্তার করে ও দেশত্যাগে বাধ্য করে। তিনি আবার প্যারিসে চলে আসেন। ফ্রান্স তখন ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কম্পিত। মার্কস Communist League-এর কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

—এরপর তিনের পাতায়

বিদ্যালয় বন্ধের ফতোয়া বিদ্যালয়ের স্বাধিকারে বুলডোজার

বিবেক গোস্বামী

এই বাংলায় ভোটপর্বে গণতন্ত্র রক্ষার সমস্ত আয়োজনের মধ্যে বিদ্যালয়গুলিকে যেভাবে বন্ধ করে রাখা হল তা নজিরবিহীন। বিশ্ব উষ্ণায়ণের বার্তা পরিবেশবিদগণ বেশ কয়েক বছর ধরে শুনিয়ে আসছেন। সে দিকে একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ সেই উষ্ণায়ণে এই বাংলায় তথা ভারতবর্ষের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা কঠোর সত্য। এই সমস্যার ফলে শুধু বিদ্যালয়গুলোকে দুম করে একটি অর্ডারবলে যেভাবে বন্ধ করা হল সেখানে শিক্ষক সমাজের কোনো মতামতকেই গ্রাহ্যের সীমায় আনা হল না। শিক্ষাক্ষেত্রের বিকেন্দ্রীভবন যখন বিশ্বের মহৎপ্রাণ শিক্ষাবিদদের প্রধান আলোচ্য সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই একতরফা সিদ্ধান্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রতি ক্ষমতা প্রদর্শনের চূড়ান্ত প্রকাশ বলেই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি বারে বারে গুরুত্ব দিয়েছেন। গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রত্যেকেই বিদ্যালয়ের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ''নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষক পরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে।'' শিক্ষকের এই স্বাধিকারকে অহঙ্কার ও ক্ষমতার দম্ভে অস্বীকার করার প্রবণতা থেকেই তার ছাত্র-ছাত্রীর ভালো মন্দের দায়িত্ব তার উপর না ছেড়ে দিয়ে সরকারের আমলা ও মন্ত্রী যখন হাতে তুলে নেন তখনই ছাত্রের মঙ্গল কামনায় আধিক্য লক্ষিত হয় শুধু নয় গন্ধ পাই অন্য কোনো স্বার্থ চরিতার্থতার।

এমনিতেই এ বছর জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা শিকেয় উঠেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির দৌলতে পরীক্ষাকেন্দ্রর সংখ্যা বাড়াতে হয়েছে। ভোটের কারণে ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ থেকে মাধ্যমিক এবং তারপরই মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাতে যে বিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল সেখানে পড়াশুনো পুরো বন্ধ। আবার এবার থেকে প্রতি ৩০ জন পরীক্ষার্থী পিছু ১ জন নজরদার বাধ্যতামূলক হওয়ায় পরীক্ষাকেন্দ্রর প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলিতে বিপুল পরিমাণ শিক্ষক/শিক্ষিকা ধার নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হয়েছে। তার উপর ছিল একটি বিশেষ শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষকদের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যেভাবে observer aditional supervisor ইত্যাদি মহতী পদ সৃষ্টি করে, পরীক্ষার উৎকর্ষ বিধানে উদ্যোগী পদপ্রার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ করেছে তাতে প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলি শিক্ষকশূন্য হওয়ায় বিদ্যালয়গুলিতে জানুয়ারির ২৯ তারিখ থেকেই প্রায় ক্লাস বন্ধ। নিরুপায় প্রধান শিক্ষকগণ বিদ্যালয় খুলে বসে থেকেছেন। কোথাও কোথাও অসহায় ভাবে আবেদন করেছেন তাঁর বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক না তুলে নেওয়ার। কে শোনে কার কথা, ডি.আই-এর ফতোয়া, কার ঘারে কটা মাথা। শিক্ষকনেতার হুমকি অগ্রাহ্য করে বিদ্যালয় ব্যবস্থার সচলতা বজায় রাখার উদ্যোগ কেউ দেখাতে সাহস করেননি। কারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র তো প্রধান শিক্ষকের নয়, অন্য শিক্ষক / শিক্ষিকাদের কোনো অধিকারই নেই তাদের মঙ্গল কামনার। মঙ্গলময়ী সর্বময় কর্ত্রী যিনি রাজ্যের কাণ্ডারী তিনিই সোদর অন্যরা বৈমাত্রেয়। অন্যরা ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হতেই পারে না। অতএব মাত্র মার্চের ১০ তারিখের পর থেকে বিদ্যালয়গুলিতে দ্বিতীয় দফার পড়াশুনা শুরু হল। মাধ্যমিকে পরীক্ষক প্রায় সকল শিক্ষকই, সুতরাং Head Examiners' meeting এবং খাতা জমা দেওয়ার জন্য অন্তত ৩ দিন On duty তাঁদের নিতেই হয়, দিতেও হয়। বাকি থাকে লিস্টেড ছুটি। ১ জানুয়ারি ভোটের ট্রেনিং। সবমিলে সে একটা মহা আতঙ্ক, বিড়ম্বনা, ছাত্র-স্বার্থ জলাঞ্জলি।

বিদ্যালয়ের যা হয় হোক, ভোট তো হোক। স্টাফরুমে আলোচনা, নাম কাটানোর কাতর দৌড়াদৌড়ি। পাঠদানে সেই আতঙ্কের প্রভাব তো পড়বেই। হলও তাই, প্রথম ইউনিট-এর সিলেবাস শেষ না হতেই ৪ এপ্রিল থেকে শুরু হল ভোট। কেন্দ্রীয় বাহিনীর আবাসস্থল বিদ্যালয়গুলো ৪দিন, ৫ দিন বন্ধ।

যেহেতু গত পাঁচ বছর বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ কোনো না কোনো অজুহাতে বন্ধ হয়ে আছে তাই সব বিদ্যালয়েই শিক্ষাকর্মী সহ ৪/৫ জন শিক্ষকের পদ খালি। R.T.E. Act-এর ৩০ : ১ তো দূরের কথা ৫০ : ১ শিক্ষক / শিক্ষিকাও বিদ্যালয়ে নেই। সব শিক্ষক / শিক্ষিকাকেই ইলেকশন ডিউটি করতে হবে। বিরাট ফতোয়া না মানা হলে হাজতবাস। সবই অগ্রগণ্য, শুধু পঠন-পাঠনকে বন্ধ রাখলে কিছুই যায় আসে না।

তাপমাত্রা পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল ভোটের তরজায়। সেই তাপমাত্রার আঁচ গ্রামেগঞ্জের ছেলেরাও পেল যখন অস্বাভাবিক দাবদাহ চলছে বলে বিদ্যালয় এক কলমের খোচায় বন্ধ হয়ে গেল।

স্থান কাল পাত্র পরিবেশ ভেদে গ্রীষ্মকালে মর্নিং স্কুল-এর যে রেওয়াজ ছিল তাকে কোনোরূপ গুরুত্ব না দিয়ে বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার অধিকারে বিদ্যালয় বন্ধ হল। শিশুদের গায়ে তাপমাত্রা লাগলে বিপদ। পড়াশুনো চুলোয় যাক। প্রাইভেট স্কুলগুলো যথাবিহিত ভাবে সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলতে লাগল কিন্তু সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের রোদ সহ্য করার ক্ষমতা নেই। তাদেরকে রোদ থেকে বাঁচাতে ক্লাস বন্ধ কিন্তু শিক্ষক মশাইরা বড় মানুষ, তাদের রোদ লাগলে কী আসে যায়? তারা অতএব আসুন। Human resource এর এত বড় অপচয় আর দেখা যায়?

শিক্ষক বিদ্যালয়ে যাবে, বিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো মন্দ শিক্ষক দেখবেন না। সকাল ৭টা থেকে গ্রামেগঞ্জে, ১০টা ৫টা ক্লাস হলেও তো ক্ষতি ছিল না। যাইহোক ১ মাসের মিড ডে মিল এর টাকা তো বাঁচল। কয়েক কোটি টাকা মিড ডে মিল বাঁচল গ্রীষ্মের আশীর্বাদে। এটাই বা কম কী?

দু'বছর হয়েছে বি.এড-এর সিলেবাস। ইউনিভার্সিটি সিডুল অনুসারে ১ এপ্রিল থেকে Practice Teaching। বিদ্যালয় ছাড়া হবু শিক্ষকরা কোথায় টিচিং দেবে। তাদের ১ মাসের বদলে মাত্র ১০ দিন Teaching হওয়ার পর Practice teaching বন্ধ। শিক্ষানবীশ শিক্ষকরা, B.Ed-এর ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় Final Teaching দেবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কী নিদারুণ দূরত্ব। আগামী দিনের ভালো শিক্ষক তৈরি করতে তো দীর্ঘদিন Practice Teaching দেওয়া প্রয়োজন N.C.T.E বলছে, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের যোগ না থাকলে কীভাবে Practice Teaching হবে? এবারটা গেল। পরের বারের জন্য দেখার অনুরোধ রইল।

ভোট গেল। তাপমাত্রা কমল। বিদ্যালয় খুলল না। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে এবার সরকারি বা সরকার-পোষিত কোনো বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্র জয়ন্তীর উৎসবে মেতে উঠতে পারল না। একটাই তো অনুষ্ঠানে—তারা চান্স পায় আবৃত্তি, গান, নাচে। স্বাস্থ্য ভালো থাকুক, মিড ডে মিল বন্ধ হোক। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন হোক আর নাহোক সরকারি ফতোয়া বলে কিছু ছাত্র-স্বার্থপন্থী প্রধান শিক্ষককে শো-কজ করে শিক্ষায় আমলাতন্ত্রের জয় হলো। স্পর্দ্ধা দেখানোর ভ্রষ্টাচারকে দমন করা হলো, কিন্তু সারা বাংলার শিক্ষকসমাজকে কীভাবে অপমান করা হলো ভেবে দেখেছেন কি? কীভাবে তাদের শিক্ষকসত্তাকে দুমড়ে মুচড়ে শুধু স্নেহ-প্রেমহীন যন্ত্রে পরিণত করা হল তা দেখার মতো মননশীল আমলা-মন্ত্রী শিক্ষা দপ্তরে আছে কি? যিনি সারা জীবন বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য, বিদ্যালয়ের স্বাধিকার, মানুষগড়ার শিক্ষার কথা বলেছেন, সেই শিক্ষা-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমিতেই বিদ্যালয়ের স্বাধিকারকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো বিদ্যালয় বন্ধের একটি অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে।

কার্ল মার্কসের জীবন ও কৃতি ...

—দুয়ের পাতার পর

Communist League-এর দ্বিতীয় কংগ্রেস হয় লন্ডনে ১৮৪৭-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে। লিগের নিয়ম ও নীতি গৃহীত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলসকে ইস্তেহার রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে মুদ্রিত ইস্তেহার Communist Manifesto প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্মসূচি, যার উদ্ভব সম্ভব হল অস্তিমান সমস্ত তত্ত্বের সমালোচনা এবং শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ও তার সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সাধারণীকৃত এক অসাধারণ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত হিসাবে। এর মধ্যে আছে এক নতুন বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা যা সমাজজীবনকেও অন্তর্ভুক্ত করে, সমাজের দ্বান্দ্বিক বিকাশ ও তার স্তরপরম্পরা নির্দেশ করে, পুঁজিবাদী সমাজের শোষণভিত্তিক চরিত্রকে অবারিত করে এবং সমাজ-পরিবর্তনে শ্রেণিসংগ্রাম, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা ও নতুন এক সাম্যবাদী সমাজের স্রষ্টা হিসাবে তার বিপ্লবী ভূমিকা ও তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ ভূমিকাকে তুলে ধরে। জার্মানিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা। মার্কস ও এঙ্গেলস রচিত 'জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি' শীর্ষক একটি দলিল কমিউনিস্ট লিগের দ্বারা গৃহীত হয় (মার্চ ১৮৪৮) ও সারা জার্মানিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

এপ্রিলের প্রথমে মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মানিতে ফিরে আসেন। Neue Rheinische Zeitung পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। পত্রিকায় একের পর এক নিবন্ধে শ্রমিকশ্রেণিকে সংগঠিত করার অক্লান্ত প্রয়াসের স্বাক্ষর মেলে। জার্মানির পশ্চাৎপদতার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বহারা বিপ্লবের একটি স্তর হিসাবে তাঁরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংগ্রামরত জনগণের প্রতি সমর্থন জানান। বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে রত হন।

১৮৪৯ : বিদ্রোহ সৃষ্টির অভিযোগে মার্কস অভিযুক্ত হন কিন্তু মুক্তি পান। Wage, Labour and Capital গ্রন্থে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক, শোষণ, শ্রেণিসংগ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেন।

ডেমোক্রেটিক সোসাইটি ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গণবিদ্রোহগুলিকে সমর্থন করেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার জয় ও পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পত্রিকা বন্ধ হয়। শেষ মে সংখ্যা লাল কালিতে ছাপা হয়। 'বিদেশি' এই অভিযোগে মার্কস জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হন। প্যারিসে প্রত্যাবর্তন, সেখান থেকেও বহিস্কৃত। লন্ডনে আসেন। এঙ্গেলসও এসে মিলিত হন।

১৮৫০ : জার্মান বিপ্লব প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট লিগের অতিবাম গোষ্ঠীর সঙ্গে মতভেদ। নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্বের আভাস। লীগের কেন্দ্রীয় অফিস লন্ডন থেকে জার্মানির কোলনে স্থানান্তরিত হয়। The Class Struggles in France, গ্রন্থে ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ইতিহাস অধ্যয়নে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অসাধারণ প্রয়োগ করেন। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব এবং কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর উপর গুরুত্ব দেন। বিপ্লব-পরবর্তী শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের উল্লেখ করেন।

মার্কসের জীবনে দরিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম শুরু হয়। তার মধ্যেও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সুগভীর অধ্যয়ন শুরু করেন। পুত্র ডিগো-র মৃত্যু হয়।

১৮৫১ : Newyork Daily Tribune পত্রিকায় ইউরোপীয় প্রতিবেদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে, ভারত-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেন। ১৮৬১-তে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে লেখা বন্ধ হয়।

১৮৫২ : কমিউনিস্ট লীগের অবসান ঘটে। Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte গ্রন্থে মার্কস পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। Wedemeyer-এর কাছে চিঠিতে সর্বহারার একনায়কত্বের উল্লেখ করেন। কন্যা ফ্রান্সিসকা-র মৃত্যু ঘটে।

১৮৫৩ : Newyork Daily Tribune পত্রিকায় ভারত-বিষয়ক রচনাবলীর শুরু।

১৮৫৭ : ভারতের মহাবিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান ও তাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করেন।

An Outline of the Critique of Political Economy (Grundrisse) গ্রন্থে মার্কস বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা, উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্বের রূপরেখার খসড়া প্রণয়ন করেন, যা পরে Capital গ্রন্থে পূর্ণ রূপ পায়।

১৮৫৯ : A contribution to the Critique of Political Economy গ্রন্থে মূল্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ, মুখবন্ধে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিখ্যাত সূত্রায়ন করেন।

Theories of Surplus Value গ্রন্থে বিভিন্ন মূল্যতত্ত্ব ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশদ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেন। ১৯০৫ সালে কাউটস্কি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৬৩ : মার্কসের মাতার মৃত্যু হয়।

১৮৬৪ : মার্কসের নেতৃত্বে লন্ডনে প্রথম আন্তর্জাতিক International Workingmen's Association স্থাপিত হয়। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন মার্কস।

১৮৬৫ : Capital গ্রন্থের তিন খণ্ডের খসড়া শেষ করেন—অনিদ্রা, অসুস্থতা, দারিদ্র ও দুঃসহ ঋণভার সত্ত্বেও।

আন্তর্জাতিকের লন্ডন কনফারেন্স। General Council-এ মার্কসের ভাষণ। Wages, Price and Profit-এ প্রকাশিতব্য Capital গন্থের মূল কথাগুলির সহজ বর্ণনা। কন্যা এলিয়েনর কর্তৃক ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত।

১৮৬৬ : আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস। মার্কস উপস্থিত হতে পারেননি।

১৮৬৭ : Capital প্রথম খণ্ড প্রকাশ। এঙ্গেলসের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হতো না বলে মার্কসের স্বীকৃতি।

Capital গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড এঙ্গেলস প্রকাশ করেন মার্কসের মৃত্যুর পর যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সালে।

Capital-I : বিষয় উৎপাদন পুঁজি।

Capital-II : বিষয় পুঁজির প্রচলন, অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক সংকট।

Capital-III : বিষয় পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামগ্রিক চিত্র এবং মুনাফার চরিত্র বিশ্লেষণ।

১৮৬৮ : আন্তর্জাতিকের ব্রুসেলস কংগ্রেস। লিবনেখ্‌টট ও ব্যাবেল-এর নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠনগুলি যোগদান করে। লাসালবাদের প্রতিরোধ।

১৮৬৯ : আন্তর্জাতিকের বাস্‌ল কংগ্রেস। প্রুধোঁপন্থীদের মতাদর্শগত পরাজয়। মার্কসের উৎসাহে লিবনেখ্‌ট ও ব্যাবেল-এর নেতৃত্বে Social Democratic Workers Party of Germany -র প্রতিষ্ঠা।

১৮৭০ : এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে লন্ডনে মার্কসের সান্নিধ্যে চলে আসেন।

১৮৭১ : প্যারিস কমিউন ও তার পতন।

The civil war in France : প্যারিস কমিউনিকে মার্কস সর্বহারার রাষ্ট্রের প্রথম রূপ হিসাবে অভিহিত এবং অভিনন্দিত করেন। পতনের কারণ বিশ্লেষণ করেন। Kugelmgnn-এর কাছে পত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা এবং প্যারিস কমিউন-এর অনুরূপ প্রচেষ্টার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিকের লন্ডন কংগ্রেস—বাকুনিন -এর নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

১৮৭২ : আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসই শেষ কংগ্রেস। শ্রমিকশ্রেণির পার্টির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। বাকুনিন-এর বহিষ্কার। General Council-এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত।

১৮৭৪ : নিদারুন অভাব ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে মার্কসের স্বাস্থ্যভঙ্গ।

১৮৭৫ : জার্মানির গোথায় লাসালপন্থীদের সঙ্গে লিবনেখ্‌টট ও ব্যাবেলের আইসেনাক দলের আপস ও যৌথ কর্মসূচি।

Critique of the Gotha Programme : বিশদ সমালোচনার মধ্য দিয়ে পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ এবং এই উত্তরণের দুটি স্তরের বিশ্লেষণ।

১৮৭৮ : এঙ্গেলস-এর Anti-Duhring রচনায় মার্কসের সাহায্য ও সহযোগিতা।

১৮৭৯ : বিসমার্কের সমাজতন্ত্র-দমন আইনের মুখে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সংকট ও শ্রেণি-আপসনীতি গ্রহণ।

Circular Letter-এ মার্কস জার্মান পার্টির শ্রেণি-আপস নীতির তীব্র সমালোচনা এবং আইনি ও বে-আইনি উভয় বিধি পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করেন।

১৮৮০ : Workers' Party of France-এর কর্মসূচি প্রণয়নে মার্কসের সহযোগিতা।

ভারতীয় ইতিহাস চর্চা : Notes on Indian History—৬৬৪ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী প্রণয়ন।

১৮৮১ : স্ত্রীর মৃত্যু। মার্কসের স্বাস্থ্যের অবনতি।

১৮৮২ : Communist Menifesto -র দ্বিতীয় রাশিয়ান সংস্করণের ভূমিকা। রাশিয়ায় বিপ্লবের সম্ভাবনার উপলব্ধি।

১৮৮৩ : মার্কসের জীবনাবসান।

আক্রমণ করতে গিয়ে দলবল নিয়ে ফিরলেন মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ মে : বাম নেতা ও পার্টি অফিসের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে পড়েন এক বিদায়ী মন্ত্রী ও তার দলবল। প্রতিরোধের উত্তাল চেহারা দেখে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীকে দলবল নিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হতে হয়। ঘটনাটি ঘটেছে ২ মে রাত্রে নাদনঘাট থানার সমুদ্রগড়ে।

সি পি আই(এম)-এর পূর্বস্থলী-১ পূর্ব লোকাল কমিটির সম্পাদক সাহাদুল খান জানান, ২ মে সোমবার সন্ধ্যায় সমুদ্রগড় রেল বাজারে কর্মীসভা করেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সেখানে মাইকে বক্তব্য রাখার সময় মন্ত্রী উত্তেজিত হয়ে পড়েন। একসময় নিজেদের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন সি পি এম নেতারা রাজ্যে উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছে না, তাই চ্যাংদোলা করে তুলে এনে ওদের উন্নয়ন দেখাতে হবে। উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আর সভা নয়। এবার এলাকার সি পি এম নেতাদের উচিত শিক্ষা দেওয়াই হবে তৃণমূলের ঘোষিত কর্মসূচি। আজই এবং এক্ষুনি সমুদ্রগড় সি পি আই(এম) পার্টি অফিসে গিয়ে সাহাদুল খানকে উচিত শিক্ষা দেবো। আর ১৯ মে-র পর ওকে দিয়ে আমি মমতা ব্যানার্জীর ছবি আঁকাবো। আজ আমি শপথ নিলাম। এই ঘোষণার পরই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ দল বল নিয়ে সি পি আই(এম)-এর পূর্বস্থলী-১ পূর্ব লোকাল কমিটি অফিসের দিকে রওনা দেন।

অন্যদিকে এই খবর নিমেষের মধ্যেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। মন্ত্রীর সাজেয়া বাহিনী পার্টিদপ্তরে পৌঁছানোর আগেই সি পি আই(এম) নেতা-কর্মী সাধারণ মানুষ সেখানে জমায়েত হন। মন্ত্রীর বাহিনী সি পি আই(এম) পার্টিদপ্তরের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে পড়ে। মন্ত্রী ফোন করে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁর কর্মীদের ডাকতে শুরু করেন। অন্যদিকে পার্টি অফিসের সামনেও ভিড় বাড়তে থাকে। সেই ভিড় একসময় দুই সহস্রাধিক হয়ে ওঠে। প্রতিরোধী মানুষের প্রাণপণ প্রতিরোধ দেখে মন্ত্রী পিছু হটেন। দলবল নিয়ে তিনি এলাকা ছাড়েন।

বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এদিন ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে কৌশলী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ওখানে আমরা গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে আক্রমণ করতে নয়, আমন্ত্রণ জানাতে। কিসের আমন্ত্রণ জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলেন, আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন দেখাবার জন্য। তবে ওদের উগ্র মূর্তি দেখে আমরা ফিরে আসি। পার্টিনেতা সাহাদুল খান বলেন, আমরা ওনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম। উনি এলে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে আমরা বিরাট আয়োজন রেখেছিলাম। কিন্তু উনি কাছে এসেও ফিরে গেলেন। খুব খারাপ লাগছে।

ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে লন্ডভন্ড, মৃত্যু -১

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৮ মে : আজ সন্ধ্যার সময় পূর্বস্থলীর উপর দিয়ে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়। বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। নিমদহ পঞ্চায়েতের ছাতনা গ্রামে বাড়ি টিনের চালে নারকেল গাছ ভেঙে পড়লে এক মহিলার মৃত্যু ঘটে। মৃত মহিলার নাম রিনা ধারা(৪৫)। তাঁর ১০ বছরের একটি ছেলে আহত হয়। তার নাম বিভাস ধারা। পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের পাটুলী নারায়ণপুর দামপাল, সিংহের বাগ, রাইপাড়া, পূর্বস্থলী ফলোয়া, মেড়তলা, লক্ষ্মীপুর, ছাতনী, পীলা প্রভৃতি এলাকায় বহু গাছপালা ঝড়ে ভেঙে যায়। বহু বাড়ির চাল উড়ে যায়। নারায়ণপুরে ৪টি ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের খুটি ঝড়ে ভেঙে যায়। প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হচ্ছে। ব্লক থেকে কোনো ত্রিপলও পাওয়া যায় নি।

মার্কসের জন্মদিন পালন জেলায়

—প্রথম পাতার পর

মতাদর্শের প্রতি অবিচল থেকে কমিউনিস্টরাই এগিয়ে যেতে পারে। এদিনের সভায় ব্যাপক অংশের মানুষ উপস্থিত হন।

সি পি আই(এম)-এর বুদবুদ-গলসি জোনাল কমিটির উদ্যোগে কার্ল মার্কসের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৪টি হলসভা হয়। যথাক্রমে কুলগড়িয়া, গলসি, পারাজ ও বুদবুদে। কার্ল মার্কসের জীবন ও কৃতি নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে সেখ সাইদুল হক, কমল সরকার, গোপাল ঘোষ ও শিশির কেশ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। আমেরিকার শিকাগো শহরে, ১৮৮৬ সালের ১ মে, শনিবার, আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার; ২। ৬ জন শ্রমিক, ম্যাক কর্মিক (হারভেস্টিং মেশিন) কারখানা; ৩। হে মার্কেট স্কোয়ার্ডে, ৪ জন শ্রমিক, ক্যাপ্টেন বোনফিল্ড; ৪। ৮ জন, অ্যালবার্ট রিচার্ড পার্সন্স, স্যানয়েল ফিল্ডেন, লুইস লিঙ্গল, মাইকেল স্কাউয়ের, অগস্ট স্পাইজ, আডলফ ফিসার অস্কার নিব এবং জর্জ এঞ্জেল; ৫। ১৯ আগস্ট ১৮৮৭; ৬। মাইকেল স্কাউয়েব এবং স্যামুয়েল ফিল্ডেন-এর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অস্কার নিবের ১৫ বছরের কারাদন্ড হয়; ৭। ১১ নভেম্বর ১৮৮৭; ৮। লুইস লিঙ্গ (১০.১১.১৮৮৭); ৯। এডলফ ফিসার (জন্ম ১১-১১-১৮৫৮, ফাঁসি ১১-১১-১৮৮৭); ১০। ১৮৯০ সালের ১ মে; ১১। ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা আমোদ প্রমোদ এবং ৮ ঘন্টা বিশ্রাম; ১২। ১৯২৩ সালের ১ মে, শ্রমিক নেতা এম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়া।

মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ মে, পূর্বস্থলী : সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক কনভেনশনের আয়োজন করে পূর্বস্থলী জোনাল কমিটি। কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় পূর্বস্থলী স্টেশন বাজারের দত্ত লজে। কনভেনশনের প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর ও জেলা কমিটির সহ সভানেত্রী সাধনা মল্লিক । সভাপতিত্ব করেন ভারতী দাস। সাধনা মল্লিক বলেন, সমিতির ৭৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জেলায় সর্বত্র পালিত হচ্ছে। এখন রাজ্যে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা সীমাহীনভাবে বেড়েছে। এই সময়ে মহিলাদের আরো বেশি করে সংগঠিত করে সমিতির পতাকাতলে সামিল করতে হবে। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন জোনাল নেত্রী আলেয়া বেগম ও বাসন্তী কুরি প্রমুখ। সভার শুরুতে সমিতির পতাকা উত্তোলন ও মাল্যদান কর্মসূচি পালিত হয়।

ভোট গণনাতেও হুমকি তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ মে : ভোট প্রদানের পর এবার ভোটগণনা কেন্দ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রেও হুমকি দিলেন তৃণমূল প্রার্থী। তিনি জোট কর্মীদের দেখলেই বলছেন তোরা ভোটগণনা কেন্দ্র থেকে ফিরতে পারবি না। যদি প্রাণের মায়া থাকে তাহলে সাথে করে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাবি। কারণ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার ক্ষমতা তোদের থাকবে না। এমনই অভিযোগ উঠেছে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। যদিও এই হুমকির কথা অস্বীকার করে তপন চট্টোপাধ্যায় সি পি আই(এম) নেতাদের বিরুদ্ধেই পাল্টা অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, ওঁরা আমাকে ভোটগণনা কেন্দ্রে পিঠে কুলো বেঁধে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

সি পি আই(এম)-এর পূর্বস্থলী জোনাল সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল বলেন, তৃণমূল প্রার্থী ভোটের আগে থেকেই হুমকি দিচ্ছেন। ভোট লুট করতে ব্যর্থ হয়ে হতাশায় তিনি এবার গণনাকেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। কারণ উনি ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো ভোট গণনা কেন্দ্রে গিয়ে ফলাফল লুট করার চেষ্টা করছেন। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। মানুষের প্রতিরোধে ওরা বালির বাঁধের তো ভেঙে পড়বে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ধানু'র স্মরণসভা মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ মে : মেমারি দক্ষিণ শাখার উদ্যোগে মেমারি দুর্গাপল্লীর মাঠে প্রয়াত সি পি আই(এম) নেতা রবীন্দ্রনাথ ধানু'র স্মরণসভা হয় আজ। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা নেত্রী মনীষা চক্রবর্তী। শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ধানু'র প্রতিকৃতিতে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে আত্মীয় পরিজন, পার্টি নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস নেতারা মালা দেন। সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন পার্টি নেতা কালু রায়। স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ ধানুর স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন, পার্টি নেতা দেবাশিষ ঘোষ, জেলা নেতা সনৎ ব্যানার্জী, মহিলা নেত্রী সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, প্রশান্ত কুমার, বন্ধু রমজান আলি মণ্ডল ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতা শ্যামল সরকার। বক্তারা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ধানুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবো ও তার পরিবারের পাশে থাকবো এই অঙ্গীকার করলাম।

রবীন্দ্রনাথ ধানু গত ১৯ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে সাইকেল মিছিলে অংশগ্রহণ করার পর বিকেলে অসুস্থতা অনুভব করলে মেমারি হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু তার পরদিন বিকেলে পুনরায় আরো মারাত্মক অসুস্থ হয়ে বাড়িতে জ্ঞান হারান। তারপর তাঁকে বর্ধমানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৩ এপ্রিল সকাল ৬টায় সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। যুব সংগঠনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন।

তৃণমূলি সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ব্যাঙ্ক-বিমা কর্মচারীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ৬ মে : বিগত বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় ১১ এপ্রিল নির্বাচনের আগে ও পরে শিল্পাঞ্চলের তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা জামুরিয়া ও পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্রের বাম সমর্থক পরিবারগুলির উপর ধারাবাহিক আক্রমণ নামিয়ে আনে। বাড়িতে ধানের গোলায়, খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া, মেরে হাত-পা-মাথা ফাটিয়ে দেওয়া এবং সহস্রাধিক মানুষকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া, কোনো কিছুই বাদ যায়নি। এই অবস্থার কথা জানতে পেরে আসানসোল ও রানিগঞ্জের ব্যাঙ্ক ও বিমার প্রগতিশীল অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান কর্মচারীদের একাংশ এই দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প করেন। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে তাঁরা মোট ১,১৬,০০০ টাকা তুলে ফেলেন। ৪ মে তাঁরা সদলে যান জামুরিয়ার নন্দীতে অবস্থিত সি পি আই(এম) অজয় জোনাল সম্পাদক মনোজ দত্ত, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার দামোদর অজয় জোনাল কমিটির সম্পাদক প্রবীর মণ্ডল এবং লাউদহ জোনাল কমিটির সম্পাদক শিশির ঘোষের হাতে সংগৃহীত অর্থ তুলে দেন কার্তিক পাঁজা ও গৌতম চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন উৎপল দত্ত ও অন্যান্যরা।

মূল্য : ৩০০ টাকা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'
(দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে
পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

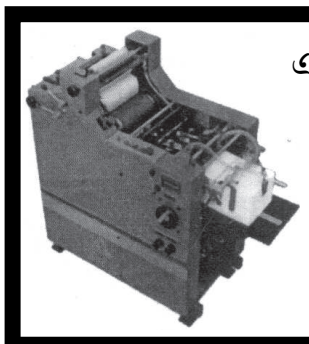
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
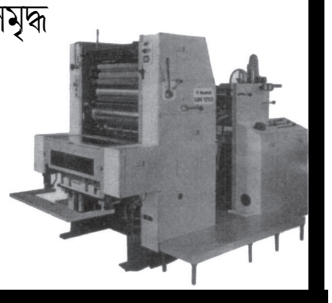
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা